দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ AUG 26 1999
পৃষ্ঠা 8 কলাম 9

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে

আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মাষ্টার্স-এর প্রথম ব্যাচ। শিক্ষাবর্ষ ১৯৯১-৯২। শেষ পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় '৯৬ সালে ও ফলাফল বাহির হয় '৯৭ সালে। ৫-১০ নম্বর কম পাওয়ার কারণে আমরা অনেকেই তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যখন মাষ্টার্স শেষ পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইত, তখন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইবার জন্য ৯ নম্বর গ্রেস দেওয়া হইত এবং এখনও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১০ নম্বর গ্রেস দিতেছেন। শুধুমাত্র আমরা অর্থাৎ '৯১-'৯২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা এই গ্রেস নম্বর হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাচ হইতে গ্রেস নম্বর দেওয়া হইতেছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রথম ব্যাজ অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফলের সময় গ্রেস নম্বর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু যখন অন্যান্য ব্যাচের গ্রেস নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, তখন প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন করিয়া গ্রেস নম্বর আদায় করিয়াছিল। উহাতে অনেকেই তৃতীয় বিভাগ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এমনকি মাষ্টার্স দ্বিতীয় ব্যাচ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল যখন বাহির হয়, তখনও গ্রেস নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় নাই। বেশ কিছুদিন চলিয়া যাওয়ার পর গ্রেস নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই কারণে টেবুলেটিং শীট-এ কাটাকাটি করিতে হইয়াছে। অনেকে ফলাফল বাহির হইবার পর তৃতীয় বিভাগ পাইলেও মার্কশীট পাওয়ার পর দেখা গেল দ্বিতীয় বিভাগ দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের আগে এবং পরে সকল ব্যাচই এই গ্রেস নম্বরের সুযোগ পাইয়াছে ও পাইতেছে। একমাত্র আমরাই এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত। আমাদের কী অন্যায়? আইন যদি সমান হয় তবে আমরা অর্থাৎ '৯১-'৯২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রেস নম্বর পাইব না কেন? বর্তমানে সরকারী বা বেসরকারী প্রায় সকল চাকুরীতেই তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। আর এই কারণে আমরা মাষ্টার্স সার্টিফিকেট নিয়া মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন। আমাদের মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আগে ও পরের ব্যাচের ন্যায় ১০ নম্বর গ্রেস দিয়া আমাদের দ্বিতীয় বিভাগ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি।

বিপ্লব, কয়েস, জাহাঙ্গীর,
গ্রাম ও ডাকঃ নবীনগর,
জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া